Isaac Asimov : Christmas Without Rodney

ক্রিসমাস উইথ আউট রডনি

মাস কয়েক আগে, মধ্য ডিসেম্বরের এক দিনে, আমার স্ত্রী গ্রেসি (ওর বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে) হঠাৎ ফস করে উঠল, 'আচ্ছা, আমরা রডনিকে ছুটিছাটা উপভোগ করতে দিচ্ছি না কেন ? ও-ও ক্রিসমাস পালন করুক না।'

ভাবলাম ইয়ার্কি মারছে গ্রেসি। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালাম ওর দিকে। নাহ্, সিরিয়াস আমার বউ। হাসছে না, চোখের মণিতে ঝিলিক দিচ্ছে না কৌতুক। অবশ্য ওর রসবোধ তেমন প্রবল নয় বলেই জানি।

আমি বললাম, 'রডনিকে ছুটি দিতে যাব কেন শুনি ?'

'কেন দেব না ?' পাল্টা প্রতিবাদ গ্রেসির।

'তুমি কি ফ্রিজারকে ছুটি দেবে ? ছুটি দেবে স্টেরিলাইজার কিংবা হল ভিউয়ারকে ? নাকি আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে ছুটি দিতে পারি ?'

'কিসের সঙ্গে কীর তুলনা ?' বিরক্ত হল গ্রেসি। 'রডনি ফ্রিজার বা স্টেরিলাইজার নয়। ও একজন ব্যক্তি।'

'ও ব্যক্তি নয়। ও রোবট। ওর ছুটির দরকার হয় না।'

'কী করে জান তুমি ? ও অবশ্যই ব্যক্তি। ওরও ছুটির আমেজ উপভোগ করার অধিকার রয়েছে।'

রডনি যে ব্যক্তি বা মানুষ নয় তা নিয়ে গ্রেসির সাথে তর্ক করতে প্রবৃত্তি হল না আমার। আমি অপেক্ষায় রইলাম। ডিল্যান্সি বিয়ে করেছে, মেয়েটি ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো বোঝে এবং ডিল্যান্সির ক্যারিয়ার গঠনে সে সাহায্য করবে বলে।

ক্রিসমাসের দুদিন আগে নিজেদের রোবট নিয়ে হাজির হয়ে গেল ওরা। হর্টেন্সের মতোই ঝকমকে রোবটটা আর চেহারাটাও মনিবনীর মতোই কঠিন। ওটার চোখ ঠিকরানো দ্যুতির কাছে আমাদের রডনিকে নিতান্তই ম্লান লাগল। হর্টেন্সের রোবট (আমি নিশ্চিত রোবটটার ডিজাইন সে নিজেই করেছে) একদম নিঃশব্দে চলাফেরা করে। কোনো কারণ ছাড়াই সে আমার পিছনে এসে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুবার ঘুরতে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমার কলজে কেঁপে উঠেছে।

যন্ত্রণা বাড়াতে ডিল্যান্সি আমার নাতি, তার আট বছরের ছেলে লিরয়কে সাথে নিয়ে এসেছে। এমন ভয়ানক দুষ্টু বাচ্চা দ্বিতীয়টি দেখিনি। লিরয় জানতে চাইল আমরা রডনিকে মেটাল রিক্লেমেশন ইউনিটে এখনো পাঠিয়েছি কিনা। হর্টেন্স মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'যেহেতু আমরা আধুনিক একটি রোবট নিয়ে এসেছি। কাজেই রডনিকে দূরে রাখলেই ভালো হয়।'

আমি কিছু বললাম না। গ্রেসি বলল, 'সত্যি বলতে কী। সে ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। রডনিকে ছুটি দিয়েছি।'

'ডিল্যান্ড মুখ বাঁকাল তবে কিছু বলল না। সে তার মাকে ভালো করেই চেনে।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'আমরা র‍্যাম্বোকে ড্রিঙ্ক বানাতে বলি না কেন ? এটা দিয়েই ওর কাজ শুরু হোক। কফি, চা, গরম চকোলেট কিংবা ব্রান্ডি—'

র‍্যাম্বো ওদের রোবটের নাম। জানি না সব রোবটের নাম আর দিয়ে শুরু হয় কেন। হয়তো 'আর' অক্ষর দিয়ে রোবট লেখা হয় সেজন্যে। আর বেশিরভাগ রোবটের নাম হয় রবার্ট। উত্তর পশ্চিম কমপক্ষে কয়েক লাখ রোবট আছে যাদের নাম রবার্ট।

তবে র‍্যাম্বোকে দিয়ে কোনো কাজ হল না। তাকে তৈরি করা হয়েছে ডিল্যান্সি হর্টেন্সের ঘরকন্না করার জন্যে। নিজের বাড়িতে র‍্যাম্বোকে ড্রিঙ্ক তৈরি করতে হলে স্রেফ বোতাম টিপলেই চলে। ওখানে সব কিছু চালিত হয় অটোমেটিক পদ্ধতিতে। কিন্তু আমার এখানে সে সুবিধে নেই। তাই র‍্যাম্বো তার মনিবনীর দিকে ফিরে মুখমাখা কণ্ঠে বলল, 'এখানে সরঞ্জামের অভাব রয়েছে, ম্যাডাম।'

banglainternet.com

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল হর্টেন্স। 'তার মানে আপনি এখনো রোবোটাইজড্ কিচেন তৈরি করতে পারেননি, দাদু ?' (লিরয় জন্মের আগ পর্যন্ত হর্টেন্স কোনো রকম সম্বোধন করেনি কখনো বাবা বলে ডাকেনি। আমার নাতি আমাকে দাদু বলে। সে-ও বলে।)

আমি বললাম, 'কিচেনে রডনি ঢুকলেই ওটা রোবোটাইজড্ হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি না, দাদু,' বলল হর্টেন্স।

আমি মনে মনে বললাম বিংশ শতাব্দীতে বাস করতে পারলেই ভালো হত। মুখে বললাম, 'র‍্যাম্বোকে দেখিয়ে দিলেই হয় আমাদের কন্ট্রোল কীভাবে কাজ করে। আমার ধারণা, ও যা যা দরকার সব কিছু মেশাতে এবং ঘোরাতে পারবে।'

'আমারও ধারণা পারবে,' বলল হর্টেন্স। 'কিন্তু আমি ওর প্রোগ্রামিং-এ মাথা গলাতে যাব না। তাহলে ওর দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে।'

উদ্বিগ্ন গ্রেসি গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, 'কিন্তু ওর প্রোগ্রামে নাক না গলালেও অন্তত : ওকে কিছু পরামর্শ দেয়া যায়। আস্তে আস্তে ...তবে পরামর্শ কীভাবে দেব বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'রডনি বলতে পারবে।'

গ্রেসি বলল, 'আহ্ হাওয়ার্ড। আমরা রডনিকে ছুটি দিয়েছি।'

'জানি। কিন্তু ওকে কোনো কাজ করতে বলব না। শুধু বলো র‍্যাম্বো এখানে কী করতে এসেছে। তারপর র‍্যাম্বো নিজেই কাজ করতে পারবে।'

র‍্যাম্বো দৃঢ় গলায় বলল, 'ম্যাডাম, আমার প্রোগ্রামিং বা ইন্সট্রাকশনের কোথাও এমন ম্যান্ডেটরি নেই যে অন্য কোনো রোবটের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে পুরানো মহলের কোনো রোবটের।'

(লক্ষ করলাম ডিল্যাঙ্গি একটা কথাও বলছে না। অবাক লাগল ভেবে স্ত্রী পাশে থাকলেও কী সবসময়ই বোবা মেরে যায়।)

আমি বললাম, 'ঠিক আছে আমি রডনিকে বলব পরামর্শ আমাকে দিতে। তারপর র‍্যাম্বোকে সে কথা বলব।'

র‍্যাম্বো কিছু বলল না। র‍্যাম্বোও রোবট আইনের দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলতে বাধ্য যে রোবটরা মানুষের নির্দেষ কখনো অমান্য করতে পারে না।

হর্টেন্সের চোখ সরু হয়ে গেল আমার কথা শুনে। বুঝতে পারলাম আমার পরামর্শ পছন্দ হয়নি তার। র‍্যাম্বোর মতো সুন্দর রোবট আমার মতো মানুষের নির্দেশে কাজ করবে এটা মেনে নিতে পারছে না সে। কিন্তু নিছক ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতেও পারছে না।

কিন্তু খুদে লিরয় ভদ্রতার ধার ধারে না। সে বলে উঠল, 'আমি নোংরা রডনিটার চেহারাও দেখতে চাই না। বাজি ধরে বলতে পারি কী করতে হবে বা করা দরকার তার কিছুই জানে না ও। আর জানলেও বুড়ো দাদু ওটা গুবলেট করে ছাড়বে।'

বিচ্ছুটার কথা শুনে জ্বলে গেল গা। ইচ্ছে করল চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিই। ওকে একা পেলে ঠিকই চড়াতাম। কিন্তু হর্টেন্স বোধহয় বুঝে ফেলেছিল আমার মতলব। লিরয়কে কখনোই আমার সাথে একা হতে দেয়নি সে।

কী আর করা, রডনি চিন্তায় বুঁদ হয়ে ছিল (রোবট একা একা চিন্তা করতে পারে কিনা জানি না)। ওকে কাজে লাগিয়ে দিলাম। কাজটা কঠিন। ও একটা কথা বলবে। সেটা আবার ব্যাখ্যা করতে হবে র‍্যাম্বোর কাছে। তারপর র‍্যাম্বো যা বলবে তা আবার জানাতে হবে রডনিকে।

গ্রেসি অবশ্য বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল রডনির ছুটির মজা আমরা নষ্ট করছি। তবে আমি কিছু না বলে চুপ হয়ে রইলাম।

ক্রিসমাস এল। ক্রিসমাস ট্রি হিসেবে লাগানোর প্রস্তাব দেয়া হল অটোমেটিক বাক্সে একটি ইলেকট্রিক গাছ। আমি প্রস্তাব মেনে নিতে পারলাম না। আমাদের পুরানো মডেলের, প্লাস্টিকের সাধারণ ক্রিসমাস দিয়ে ঘর সাজাতে বললাম। শুনে নাক সিটকাল হর্টেন্স। গোমড়া মুখ করে চলে গেল। আমি বরং খুশিই হলাম। তারপর রডনির পরামর্শ শুনতে লাগলাম ক্রিসমাস ট্রি কোথায় বসালে ভালো হবে। ওর পরামর্শ বা নির্দেশ তারপর ব্যাখ্যা করতে হল রডনিকে।

কাজ শেষ হলে ঘরের এক কোণে একটা চেয়ার নিয়ে বসে থাকলাম। পা ব্যথা করছিল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। মাত্র জুত করে

banglainternet.com

চেয়ার গা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল লিরয়। অন্ধকার কোণে ছিলাম বলে সে আমাকে লক্ষ করেনি। কিংবা এমনও হতে পারে দেখেও না দেখার ভান করছে। অগ্রাহ্য করছে ঘরে অনাবশ্যক আসবাবপত্র ভেবে।

ক্রিসমাস ট্রির দিকে বিষ দৃষ্টিতে একবার নজর বুলিয়ে র‍্যাম্বোকে জিজ্ঞেস করল লিরয়, 'ক্রিসমাস উপহার কোথায় ? দাদু-দিদিমা আমাকে উপহার হিসেবে কিছু একটা ধরিয়ে দেবে জানি। কিন্তু তার জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।'

র‍্যাম্বো বলল, 'উপহার কোথায় আছে আমি জানি না, ছোটো সাহেব।'

'হাহ্,' বলে রডনির দিকে ঘুরল লিরয়। 'তুমি জান, বুড়ো ভাম ? আমার উপহার কোথায় রাখা হয়েছে ?'

রডনির নাম বুড়ো ভাম নয়। তবু সে রেগে না গিয়ে নরম গলায় বলল, 'জানি ছোটো সাহেব।'

'কোথায় রে, বুঢ্ঢা ?'

রডনি বলল, 'সেটা আপনাকে বলে দেয়া সমীচীন হবে না, ছোটো সাহেব। তাহলে গ্রেসি এবং হাওয়ার্ড দুঃখ পাবেন। কারণ তাঁরা কাল সকালে উপহারগুলো আপনাকে দিতে চেয়েছেন।'

'শোনো,' বলল লিরয়। 'কার সঙ্গে কথা বলছ সে খেয়াল আছে, ভোঁতা রোবট ? আমি তোমাকে হুকুম করছি উপহারগুলো এনে দাও।' সে যে সত্যি ছোটো সাহেব তা প্রমাণ করার জন্যে রোবটের পা লক্ষ্য করে লাথি ছুড়ল। লাথিটা গিয়ে লাগল রোবটের শক্ত ক্রোম স্টিলের হাঁটুতে। 'মাগো !' বলে মেঝেয় ছিটকে পড়ল লিরয়। পা থেকে স্লিপার আগেই খসে পড়ার কারণে নরম মাংসে খুব লেগেছে তার। কাঁদতে কাঁদতে ছুটল লিরয় তার মার কাছে।

হর্টেন্স হাউমাউ করে উঠল 'কী হয়েছে ? কী হয়েছে ?' বলে। নাকের জল, চোখের জল এক করতে করতে লিরয় জানাল, 'ওটা আমাকে মেরেছে। ওই বুড়ো দানব-রোবটটা।'

তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল হর্টেন্স। এমন সময় দেখতে পেল আমাকে। চিৎকার করে বলল, 'আপনাকে ওই রোবটটাকে ধ্বংস করতেই হবে।'

আমি বললাম, 'শান্ত হও, হর্টেন্স। রোবট কাউকে আঘাত করতে পারে না। তাদের প্রথম আইনে এটা কঠোরভাবে নিষেধ করা আছে।'

'ওটা পুরানো রোবট, ভাঙা রোবট। লিরয় বলেছে—'

'লিরয় মিথ্যা কথা বলেছে। কোনো রোবট, সে পুরানো হোক বা ভাঙা, কাউকে আঘাত করতে সমর্থ নয়।'

'তাহলে দাদু করেছে। দাদু মেরেছে আমাকে।' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল লিরয়।

'মারতে পারলে ভালোই হত,' শান্ত গলায় বললাম আমি।

'কিন্তু রোবট আমাকে সে কাজ করতে দেবে না। নিজেদের রোবটকেই জিজ্ঞেস করে দেখ। র‍্যাম্বোকেই জিজ্ঞেস করো আমি বা রডনি লিরয়কে মারতে গেলে সে চুপ হয়ে রইবে কি না। র‍্যাম্বো।'

র‍্যাম্বো বলল, 'ছোটো সাহেবের কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না, ম্যাডাম। তবে তার মনে কী উদ্দেশ্য ছিল আমি জানি না। উনি রডনির হাঁটুতে খালি পায়ে আঘাত করেছেন, ম্যাডাম।'

হর্টেন্সের চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরুল আগুন, 'করলে বেশ করেছে। নিশ্চয়ই আঘাত করার কোনো কারণ ছিল। কিন্তু আপনাকে আপনার রোবট ধ্বংস করতেই হবে।'

'বলে যাও হর্টেন্স। তোমার রোবটের রিপ্রোগ্রাম করে তাকে যদি মিথ্যা বলাতে শেখাতে পার। তাহলে আমারটাকেও আমি ধ্বংস করব।'

পরদিন সকালে ছেলে এবং স্বামীকে নিয়ে চলে গেল হর্টেন্স। লিরয়-এর পায়ের একটা আঙুল ভেঙে গেছে। আর যাবার সময় আমার ছেলে যথারীতি বোবা হয়ে থাকল। গ্রেসি অনেক অনুরোধ করল ওদের থেকে যেতে। কিন্তু আমি একবারও বললাম না। ওদেরকে চলে যেতে দেখে খুশিই হলাম মনে মনে।

পরে, গ্রেসির অনুপস্থিতিতে রডনিকে বললাম, 'দুঃখিত, রডনি। খুব ভয়াবহ ক্রিসমাস গেছে এবার। এটা হয়েছে তোমাকে ছাড়া ক্রিসমাস করেছি বলে। এমন কাজ জীবনেও করব না। কথা দিলাম।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল রডনি। 'আমার গত দুটো দিনে মনে হয়েছিল রোবোটিক্স আইন বলে কিছু না থাকত তাহলে খুব ভালো হত।'

banglainternet.com

জবাবে মুচকি হাসলাম শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে। কিন্তু সে রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার কেন জানি। দুশ্চিন্তা বোধ গ্রাস করতে লাগল। এমন দুশ্চিন্তা কখনো পেয়ে বসেনি আমাকে।

রডনি তো রোবট। আর রোবটরা তো কখনো কামনা করতে পারে না রোবোটিক্স আইন না থাকুক। পরিস্থিতি যেমনই হোক এমন ইচ্ছে তারা কখনোই প্রকাশ করতে পারে না।

যদি রডনির কথা রিপোর্ট করি তাহলে ওকে সাথে সাথে ধ্বংস করে ফেলা হবে, আর আমাদের নতুন রোবট দেয়া হলে গ্রেসি কোনোদিন ক্ষমা করবে না আমাকে। নতুন রোবট যতই প্রতিভাবান হোক না কেন, রডনির জায়গা সে পূরণ করতে পারবে না। রডনিকে গ্রেসি এতই পছন্দ করে এবং ভালোবাসে।

কিন্তু আমি যদি রিপোর্ট না করি তাহলে এমন এক রোবটের সঙ্গে আমাকে বসবাস করতে হবে যে রোবোটিক্স আইনের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। রডনি যদি কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন কী হবে ?

এখন আমি কী করি ? কী করা উচিত ? কী করা উচিত আমার এখন ?

অনুবাদ : অপু রায়হান

banglainternet.com